অবিলম্বে প্রকাশের উদ্দেশ্যে: 2/10/2020 **গভর্নর অ্যান্ড্রু এম. কুওমো**

নিউ ইয়র্কের ভ্রমণকারীদের উপর হামলা করা নিয়ে ট্রাম্প প্রশাসনের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করার কথা ঘোষণা করলেন গভর্নর কুওমো

মামলাটি নিউ ইয়র্কের বাসিন্দাদের জন্য গ্লোবাল এন্ট্রি নিষিদ্ধ করা থেকে ট্রাম্প প্রশাসনকে আটকাতে চায়

গভর্নর অ্যান্ড্রু এম. কুওমো আজ ঘোষণা করেছেন যে নিউ ইয়র্কের পক্ষ থেকে অ্যাটর্নি জেনারেল লেটিশিয়া জেমস একটি নতুন ফেডারেল নীতি নিয়ে ট্রাম্প প্রশাসনের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছেন, যা নিউ ইয়র্কবাসীদের ফেডেরাল সরকারের ট্রাস্টেড ট্র্যাভেলার প্রোগ্রামগুলিতে (Trusted Traveler Programs, TTP) নিবন্ধন বা পুনরায় নিবন্ধন করা নিষিদ্ধ করে। মার্কিন হোমল্যান্ড সিকিউরিটি ডিপার্টমেন্ট (U.S. Department of Homeland Security), মার্কিন কাস্টমস অ্যান্ড বর্ডার প্রোটেকশন (U.S. Customs and Border Protection, CBP), এবং এই দুই সংস্থার ভারপ্রাপ্ত-নেতাদের বিরুদ্ধে দায়ের করা এই মামলার যুক্তি এই যে, এই নীতি পরিবর্তন স্বেচ্ছাচারপ্রসূত এবং নিউ ইয়র্কবাসীদের নিরাপত্তা এবং রাজ্যের অর্থনীতিকে বিপন্ন করে, সরাসরি হাজার হাজার বাসিন্দাদের ক্ষতি করে, এবং সার্বভৌম রাজ্য হিসেবে নিউ ইয়র্কের অধিকারে হস্তক্ষেপ করে।

"ফেডারেল সরকার যখন অন্যায়ভাবে এবং বেআইনিভাবে নিউ ইয়র্ককে তার লক্ষ্য করছে, তখন আমরা আমাদের মূল্যবোধের সাথে আপস করবো না বা পিছিয়ে যাব না," **গভর্নর কুওমো বলেন।** "এক ডজন রাজ্য আছে - লাল রাজ্যগুলি সহ - যেখানে অনুরূপ আইন আছে, কিন্তু প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প এবং তার সক্ষমকারীরা আরো একবার নিউ ইয়র্কের অর্থনীতিকে তাদের লক্ষ্য করছে এমনভাবে গ্রহণ করা হয় যে শুধু ভ্রমণপিপাসুদের অসুবিধা সৃষ্টি করে তাই নয়,, অত্যন্ত বাস্তব নিরাপত্তার বিষয়ও তৈরি করে। এ বিষয়ে কোনো ভুল করবেন না যে আমরা এর বিরুদ্ধে লড়াই করছি এবং আমাদের কাছে উপলব্ধ প্রতিটি এর জন্য ব্যবহার করবো।"

"নিউ ইয়র্ক রাজ্যের সার্বভৌম অধিকারে হস্তক্ষেপ করার উদ্দেশ্য যে প্রশাসনের, এবং যে প্রশাসন একযোগে সারা দেশে বৈষম্যমূলক নীতির কাজ করে, তারা নিউ ইয়র্ককে হোস্টেজ রাখতে পারবে না," **অ্যাটর্নি জেনারেল লেটিটিয়া জেমস বলেছেন।** "আজ আমরা রাষ্ট্রপতি ও তার প্রশাসনকে নিজের আইন পাসের জন্য নিউ ইয়র্ককে শাস্তি প্রদান করা বন্ধ করতে একটি মামলা দায়ের করছি। ট্রাম্প প্রশাসনের নতুন নীতি শুধু ভ্রমণপিপাসু, শ্রমিক, বাণিজ্য, এবং আমাদের অর্থনীতিতে

নেতিবাচক প্রভাব ফেলে তাই নয়, বরং তা জননিরাপত্তাকেও ক্ষতিগ্রস্থ করে। কেউ যেন কখনো আমাদের জাতির নিরাপত্তাকে রাজনৈতিক অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার না করে, বিশেষ করে কমান্ডার-ইন-চিফ নিজে।"

যে সকল নিউ ইয়র্কবাসীরা ট্রাস্টেড ট্র্যাভেলার প্রোগ্রামে যোগদান করতে চান তাদের থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করার ক্ষমতা ফেডারাল সরকারের থাকা সত্বেও গত সপ্তাহে, প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প নিজের স্টেট অফ দ্য ইউনিয়ন অ্যাড্রেসে রাষ্ট্রীয় নীতিমালা বাস্তবায়নের জন্য নিউ ইয়র্ককে বেছে নেন। পরের দিন ভারপ্রাপ্ত ডিপার্টমেন্ট অফ হোমল্যান্ড সিকিউরিটি (Department of Homeland Security, DHS) সেক্রেটারি উলফ একটি বিবৃতি জারি করেন যা একইভাবে নিউ ইয়র্কের নীতির পছন্দগুলির সমালোচনা করে। গত 5ই ফেব্রুয়ারি, DHS নিউ ইয়র্ক স্টেট ডিপার্টমেন্ট অফ মোটর ভেহিকেলসকে চিঠি দিয়ে জানায় যে DHS নিউ ইয়র্কের বাসিন্দাদের লক্ষ্য করবে এবং গ্লোবাল এন্ট্রি (Global Entry), সিকিওর ইলেক্ট্রনিক নেটওয়ার্ক ফর ট্র্যাভেলার্স র‍্যাপিড ইন্সপেকশন (SENTRI), নেক্সাস (NEXUS) এবং ফ্রি অ্যান্ড সিকিওর ট্রেড (FAST) সহ বেশ কিছু ট্রাস্টেড ট্র্যাভেলার প্রোগ্রামে তাদের নিবন্ধিকরণ এবং পুনরায় নিবন্ধিকরণ করা বন্ধ করবে। DHS নিউ ইয়র্কের গ্রীন লাইট আইনকে যুক্তি হিসেবে ব্যবহার করেছে, আরো 13টি রাজ্য এবং ডিস্ট্রিক্ট অফ কলম্বিয়া একই রকম আইন পাশ করা সত্বেও যা অনথিভুক্ত অভিবাসীদের ড্রাইভার্স লাইসেন্স পাওয়ার সুযোগ করে দিয়েছে।

আজকের দায়ের করা মামলা ট্রাম্প প্রশাসনের নতুন নীতি নির্দিষ্টভাবে 2004-এর ইন্টেলিজেন্স রিফর্ম অ্যান্ড টেররিজম প্রিভেনশন অ্যাক্টের (Intelligence Reform and Terrorism Prevention Act) বিরোধিতা করেছে, যা একটি কংগ্রেশনাল ম্যান্ডেট এবং বৈপাক্ষিক 9/11 কমিশনের অধীনে DHS-কে একটি একটি আন্তর্জাতিক নিবন্ধিত ট্র্যাভেলার প্রোগ্রাম প্রতিষ্ঠা করার জন্য আহ্বান করে যা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সবকটি রাজ্য এবং এলাকা ব্যবহার করতে পারবে। এই প্রোগ্রামে নিউ ইয়র্কের অংশগ্রহণকে এককভাবে বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নিউ ইয়র্কবাসী এবং সকল ভ্রমণকারীদের জন্য গণ নিরাপত্তা নিশ্নিত করে। তাছাড়াও, এই মামলার যুক্তি হচ্ছে যে এই নতুন নীতি হচ্ছে নিউ ইয়র্ককে এককভাবে বেছে নিয়ে রাজ্যটিকে জোর করে তার নীতিগুলি পরিবর্তন করতে বাধ্য করা যাতে তারা পছন্দসই যুক্তরাষ্ট্রীয় নীতি মেনে চলতে বাধ্য হয়।

এই নীতি জনসাধারণের নিরাপত্তাকে প্রভাবিত করে তাই নয়, এটি বিশেষভাবে নিউ ইয়র্কের অর্থনীতি ও বাণিজ্যের ক্ষতি করে, এবং তার সাথে একক ভ্রমণকারীদেরও। যত কম নিউ ইয়র্কবাসী ট্রাস্টেড ট্র্যাভেলার প্রোগ্রামে (TTPs) নিবন্ধিত এবং পুনরায় নিবন্ধিত হবে, তার পরিণতি সারা রাজ্যে প্রতিফলিত হবে। নিউ ইয়র্কের বিমানবন্দরগুলিতে ঘিঞ্জি লাইন — যার শির্ষস্থানীয় তিনটিতে 2018 সালে 138 মিলিয়নের বেশি যাত্রী পরিবেশিত হয় - এবং অন্যান্য সীমান্ত ক্রসিংয়গুলি সংস্থানগুলিতে টান ফেলবে এবং সকল ভ্রমণার্থীদের জন্য নিরাপত্তা বিনষ্ট করবে। নিউ ইয়র্কের অর্থনীতি ভুগবে সীমানা পার করার জন্য অপেক্ষার সময় বৃদ্ধি পাবে, বিশ্বব্যাপী ব্যবসা করা নিয়োগকারীরা প্রতিযোগিতামূলক অসুবিধার মধ্যে পরবেন এবং সীমান্ত ভ্রমণের উপর নির্ভর করা বাসিন্দারা এই সমস্ত প্রোগ্রামের অ্যাক্সেস হারাবে।

DHS এর সিদ্ধান্ত অবিলম্বে হাজার হাজার নিউ ইয়র্কবাসীদের প্রভাবিত করবে এবং এক বছরের মধ্যে শত সহস্র রাজ্যের অধিবাসীদের উপর প্রভাব ফেলবে:

- 50,000 ব্যক্তিকে শর্তসাপেক্ষে গ্লোবাল এন্ট্রির জন্য অনুমোদন করা হয়েছে, কিন্তু এখনও তাদের সাক্ষাৎকার শেষ হয়নি এবং এইভাবে তাদের আবেদন শেষ করা থেকে "কেটে ফেলা" হবে।
- 30,000টি অতিরিক্ত নিউ ইয়র্কের বাসিন্দাদের বর্তমানে গ্লোবাল এন্ট্রির জন্য ভেটিং প্রক্রিয়া মুলতুবি করা আছে।
- আরও 175,000 জন নিউ ইয়র্কবাসী, যাদের গ্লোবাল এন্ট্রির মেম্বারশিপ এ বছর শেষ হচ্ছে, তাদের এই প্রোগ্রামে পুনরায় নাম নথিভুক্ত করার অনুমতি দেওয়া হবে না।
- গবেষকদের অনুমান, জন এফ. কেনেডি বিমানবন্দরে অপেক্ষার সময় কমালে শুদু সেটাই একা কয়েক লক্ষ মার্কিন ডলার বাঁচাতে পারে নষ্ট হওয়া সময়ের হিসেবে।

উপরন্তু, অর্থনীতিবিদরা অনুমান করেছেন যে আমেরিকা/কানাডা সীমান্তে বিলম্ব ইতিমধ্যেই আমেরিকান ব্যবসাগুলির প্রতি বছর কয়েক বিলিয়ন ডলার নষ্ট করেছে এবং এর ফলে হাজার হাজার চাকরি চলে গেছে, যা প্রেসিডেন্টের সিদ্ধান্ত নিউ ইয়র্কবাসীদের জন্য আরো ক্ষতিকারক করে তুলেছে — বিশেষ করে যারা পশ্চিম নিউ ইয়র্কে থাকেন। আসলে যে সব নিউ ইয়র্কবাসীরা কানাডার সঙ্গে নিউ ইয়র্কের স্থল সীমানা পারাপার করতে চান - বিশেষ করে যারা পশ্চিম নিউ ইয়র্কে থাকেন — তারা ট্রাম্প প্রশাসনের নয়া নীতির ফলে ভীষণ ক্ষতিগ্রস্ত হবেন:

- FAST প্রোগ্রামে 30,000 চালকরা স্বয়ংক্রিয় সিস্টেমের অ্যাক্সেস হারাবেন।
- NEXUS প্রোগ্রামে চালকরা — যা, ওয়েস্টার্ন নিউ ইয়র্কে একা, 6,500 টি ট্রিপ পিস ব্রিজ, ওয়ার্ল্ডুল ব্রিজ, লিউইস্টন-কুইন্সস্টন ব্রিজ, এবং রেনবো ব্রিজ জুড়ে প্রত্যেকদিন পরিশেবন করেন — তারা গুরুতরভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবেন।
- এই পিস ব্রিজকে ব্যবহার করা ট্র্যাফিকের 25 শতাংশ NEXUS প্রোগ্রামের উপর নির্ভর করে এবং 60-শতাংশ ট্রাক চালকরা FAST প্রোগ্রামটি ব্যবহার করে।
- একজন নন-NEXUS ড্রাইভার দ্বারা চালিত গাড়ী সাধারণত একটি NEXUS ড্রাইভার দ্বারা চালিত একটি গাড়ীর চেয়ে পিস ব্রিজ দিয়ে যেতে চারগুন বেশি সময় নেয়।

উপরন্তু, DHS জানিয়েছে যে নিউ ইয়র্ক রাজ্যে খেতাবধারী ও নিবন্ধিত ব্যবহৃত যানবাহনের এক্সপোর্টেশন বিলম্বিত হতে পারে এবং নতুন নীতির অধীনে সেগুলি ব্যয়বহুল হতে পারে।

মামলাটি এই যুক্তি দেয় যে DHS ও CBP-র নীতি বিশেষভাবে পঞ্চম সংশোধনীর সমান সুরক্ষার গ্যারান্টি, দশম সংশোধনীর রাজ্যগুলির মধ্যে সম-সার্বভৌমত্বের গ্যারান্টি, বলপূর্বক ফেডারেল অ্যাকশনের দশম সংশোধনীর নিষিদ্ধকরণ এবং প্রশাসনিক পদ্ধতি আইন (Administrative Procedure Act) লঙ্ঘন করে।

নিউ ইয়র্কের মামলা ছাড়াও নিউ ইয়র্ক সিভিল লিবার্টি ইউনিয়নও (New York Civil Liberties Union) আজ DHS ও CBP বিরুদ্ধে ফেডারেল মামলা দায়ের করেছে। নিউ ইয়র্কের কয়েক কোটি বাসিন্দার একটি ক্লাসের পক্ষ থেকে নিউ ইয়র্ক সিভিল লিবার্টিজ ইউনিয়নের (New York Civil Liberties Union, NYCLU) মামলা করা হয়, যারা এখন গ্লোবাল এন্ট্রিতে নথিভুক্ত বা পুনঃনথিভুক্ত করার জন্য আবেদন করতে বাধা পেয়েছেন, যার মধ্যে হাজার হাজার বাসিন্দা, যাদের আবেদনপত্র নিষেধাজ্ঞার সময় বিচারাধীন ছিল। নিউ ইয়র্কের মতো NYCLU অনুযোগ করেন, ট্রাম্প প্রশাসনের কর্মকাণ্ডকে প্রশাসনিক পদ্ধতি আইন এবং ইউনাইটেড স্টেটস সংবিধানের দশম সংশোধনী লঙ্ঘন করে।

"এটি একটি রাজনৈতিক আক্রমণ যা অভিবাসী সম্প্রদায়ের উপর ট্রাম্পের যুদ্ধের মুখে উড়ে যাওয়া সাধারণ জ্ঞানের আইন পাশ করার জন্য নিউ ইয়র্কাররা শাস্তি প্রদান করে," **জানিয়েছেন নিউইয়র্ক সিভিল লিবার্টি ইউনিয়নের (New York Civil Liberties Union) এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর ডোনা লিবারম্যান।** "নিউ ইয়র্কবাসীদের যাত্রাপথের অ্যাক্সেসে হস্তক্ষেপ করা বেপরোয়া হলেও বিস্ময়কর কিছু নয়। এটা ঠিক তাই যা একজন রাষ্ট্রপতির কাছ থেকে আমাদের আশা করা উচিত যে তার নিষ্ঠুর এজেন্ডার পথে যারা বাঁধা হয়ে আছে তাদের শাস্তি দেবার জন্য যে কণ কিছু করবে।"

এই নতুন নীতি আরোপ করার জন্য ফেডারেল সরকারের সিদ্ধান্ত নিউ ইয়র্কের গ্রিন লাইট আইন (New York's Green Light law) সম্পর্কে একটি বিতর্ক থেকে উদ্ভূত হয়েছে। গত বছর, নিউ ইয়র্কের গভর্নর এন্ড্রু কুওমো গ্রিন লাইট বিল আইনে সাইন করেছিলেন, যা অনথিভুক্ত অভিবাসীদের ড্রাইভার্স লাইসেন্সের জন্য আবেদন করতে অনুমতি দেয়। গ্রিন লাইট আইন পরিকল্পিত হয়েছিল নিউ ইয়র্কের পথগুলিকে নিরাপদ করার জন্য, রাষ্ট্রের অর্থনীতিকে সাহায্য করার জন্য, এবং অভিবাসীদের ছায়া থেকে বেরিয়ে আসা অনুমদনের জন্য। ইতিমধ্যে, দুটি পৃথক ফেডারেল আদালত আইনটির বিরুদ্ধে অযৌক্তিক মামলাগুলিকে বরখাস্ত করেছে। যে সমস্ত বাসিন্দারা গ্রীন লাইট আইনের অধীনে ড্রাইভারের লাইসেন্স পাওয়ার জন্য নতুন করে যোগ্যতাপ্রাপ্ত হয়েছেন তারা যেন আবেদন করতে এগিয়ে আসেন তা নিশ্চিত করতে, আইন অনুযায়ী প্রয়োজন ছাড়া, ফেডারেল ইমিগ্রেশন কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদনকারীদের ব্যক্তিগত তথ্য প্রকাশের বিষয়টি নিষিদ্ধ করে।

নিউ ইয়র্কের যেসব অধিবাসীরা ইতিমধ্যেই সক্রিয় ট্রাস্টেডট্র্যাভেলার্স প্রোগ্রামের অংশগ্রহণকারী, তারা গ্লোবাল এন্ট্রিতে অংশগ্রহণ করতে পারবেন না অথবা রদ করা অন্য কোনো প্রোগ্রামে অংশগ্রহণ করতে পারবেন না। যদিও DHS জানিয়েছে (Transportation Security Administration PreCheck, TSA Pre)টিএসএ প্রি এই সময়ে প্রভাবিত হবে না, ভবিষ্যতে আরো ব্যবস্থা নেওয়ার সম্ভাবনা তারা বাতিল করে দেয়নি।

এই বিষয়টি পরিচালনা করছেন কেন্দ্রীয় উদ্যোগ বিভাগের (Division of Federal Initiatives) সহকারী অ্যাটর্নি জেনারেল ড্যানিয়েলা নোগুইরা, নাগরিক অধিকারের ডেপুটি ব্যুরো প্রধান এলিনা গোল্ডস্টেইন এবং ফেডারেল উদ্যোগের প্রধান কাউন্সেল ম্যাথু কোলেঞ্জেলো এবং তার সাথে ডেপুটি সলিসিটর জেনারেল জেফ্রি ডব্লিউ ল্যাং এবং অ্যাসিস্ট্যান্ট সলিসিটর জেনারেল লিন্ডা ফ্যাং — দুজনেই

অ্যাপিলস অ্যান্ড ওপিনিওন্স বিভাগের (Division of Appeals and Opinions)। ফেডারেল উদ্যোগ বিভাগটির তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব প্রথম ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল জেনিফার লেভির উপর ন্যস্ত।

###

অতিরিক্ত তথ্য পেতে দেখুন www.governor.ny.gov
নিউইয়র্ক স্টেট । এক্সিকিউটিভ চেম্বার । press.office@exec.ny.gov । 518.474.8418

আনসাবস্ক্রাইব করুন